দৈনিক জনকণ্ঠ

১০৮

তারিখ ... 28 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

স্ববিরোধী দু'টি সরকারী আদেশের জের

আড়াই হাজার কলেজ শিক্ষক বঞ্চনার শিকার

এস এম বাবু, *নাটোর থেকে*

অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্ববিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে জাতীয়কৃত কলেজের প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষক বেতন বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। পরস্পরবিরোধী এ সিদ্ধান্তের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এলপিআর ও অবসর ভোগকারী শিক্ষকগণ। বেতন কাঠামো নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টির নিষ্পত্তি না হওয়ায় তাঁদের বেতন-ভাতা বন্ধ রাখা হয়েছে।

সূত্র জানায়, ১৯৭৯ এবং পরবর্তীতে যে সব বেসরকারী কলেজ সরকারীকরণ করা হয় সেসব কলেজের শিক্ষককে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বেতন প্রদান করা হয়। কিন্তু মাত্র সাড়ে তিন বছর পরই ভিন্ন একটি আদেশের মাধ্যমে প্রদানকৃত বেতন ফেরত চাওয়া হয়। বেসরকারী থেকে সরকারী করা এসব কলেজের ঐসব শিক্ষকের বেতন নিয়ে এই তুঘলকি কাণ্ডটি ঘটছে অর্থ মন্ত্রণালয়েরই দু'টি চিঠি বা আদেশের প্রেক্ষিতে।

সূত্র জানায়, ১৯৭৯-৮০ সালে মহকুমা পর্যায়ের বেসরকারী কলেজগুলোকে সরকারী করা হয়। সরকারীকরণের সময় সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষকদের চাকরি (বেসরকারী আমলের) মোট সময়ের অর্ধেককে "ইফেকটিভ সার্ভিস" হিসাবে গণ্য করা হয় এবং যে সমস্ত শিক্ষকের "ইফেকটিভ সার্ভিস" ন্যূনতম ৭ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের সরকারীকরণের সময় সরাসরি সহকারী অধ্যাপক হিসাবে আত্তীকরণ করা হয়। কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষকের "ইফেকটিভ সার্ভিস" ৭ বছরের কম হয়েছে তাঁদেরকে প্রভাষক হিসাবেই আত্তীকরণ করা হয়। আত্তীকৃত এসব প্রভাষকের বেতন ও পদোন্নতি নিয়েই এখন জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

সরকারী নিয়মানুযায়ী, কলেজ শিক্ষক অর্থাৎ প্রভাষকগণ চাকরির ৮ বছর পূর্তিতে পদোন্নতি বা প্রথম টাইম স্কেল পাবেন। কিন্তু বেসরকারী থেকে সরকারী হওয়া কলেজের যে সমস্ত শিক্ষক ৭ বছর "ইফেকটিভ সার্ভিসের" ন্যূনতম ব্যবধানে সহকারী প্রভাষক পদ পাননি তাঁরা "ইফেকটিভ সার্ভিস" সহ ৮ বছর পরও পদোন্নতি পাননি। এ নিয়ে জাতীয়কৃত বা সরকারী হিসাবে রূপান্তরিত দেশের বহু কলেজের উল্লেখিত ক্যাটাগরির শিক্ষকগণের মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দেয়। যার ফলে '৯১ সালের ১৩ জুলাই এক সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক এমএফ (আইডি)৬-ইউ(জি)-৫/৭৮ পিটি/৪১০, তাং ২২-৩-৮০ মোতাবেক বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশক্রমে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ১৬৫৫ জন প্রভাষককে চাকরির ৮ বছর মেয়াদ পূর্তির দিন থেকে পদোন্নতি বা টাইম স্কেল না দিয়ে ১১৫০-১৮০০/- টাকার স্কেল ('৮৫ পূর্ববর্তী সময়ের এই স্কেলের বর্তমান অবস্থা ৪১০০-৬৫০০/-) প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৩ সালে একইভাবে আরও প্রায় এক হাজার কলেজ শিক্ষককে এ স্কেল দেয়া হয়। সে অনুসারে প্রজ্ঞাপন জারির আগে যাঁদের ৮ বছর পূর্ণ হয় তাঁরাও বকেয়া পাওনা তুলে নেন।

এমন অবস্থায় '৯৫-এর জানুয়ারিতে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত এক আদেশ পূর্বের আদেশেরই বিপরীতে গেছে। ফলে দেখা দিয়েছে জটিলতা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এই আদেশে জাতীয়কৃত কলেজের যে সমস্ত প্রভাষককে তাঁদের "ইফেকটিভ সার্ভিস" গণনা করে ৮ বছর পূর্তিতে ১১৫০-১৮০০/- টাকার স্কেলে বেতন-ভাতাদি দেয়া হয়েছিল তা ফেরত নেয়ার জন্য হিসাব রক্ষণ অফিসসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। '৯৫-এর জানুয়ারিতে দেয়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের এ আদেশটি '৯১-এর জুলাই-এ দেয়া আদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এই স্ববিরোধী আদেশের কারণে জেলা হিসাব রক্ষণ অফিস বর্তমানে আলোচ্য জাতীয়কৃত কলেজের উক্ত ক্যাটাগরির শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ রেখেছে। ফলে যে সমস্ত শিক্ষক এলপিআর বা অবসর জীবনে বেতন-ভাতা গ্রহণ করছেন বা পেনশন পেতে যাচ্ছেন তারা মুখোমুখি হয়েছেন চরম বৈষম্য ও বঞ্চনার।